যায়যায়দিন

তারিখ ... 1 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৩ ...

ফিরে দেখা ২০১১ | শিক্ষা

সরকারকে আলোকিত করেছে শিক্ষাখাত

রাকিব উদ্দিন

মহাজোট সরকারকে ২০১১ সালে আলোকিত করছে শিক্ষাখাত। শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার কমেছে। বেড়েছে অংশগ্রহণ। শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারে যুগোপযোগী শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, সময় মতো বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ, মাউশিতে শিক্ষকবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে নতুন আইনের বাস্তবায়ন শুরু, অনলাইন প্রভৃতিতে ভর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করে সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাণিজ্যের লাগাম টানা, দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রতিযোগীতার মনোভাব। বেড়েছে শিক্ষায় সচেতনতা। কমেছে দুর্নীতি ও অনিয়ম।

গত বছর টিআইবির রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ২৯ ভাগ থেকে কমে ১৫ ভাগে নেমে এসেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরে প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে দুটি পাবলিক পরীক্ষা সংযোজন এবং এ দুটি পরীক্ষায় ২০১১ শিক্ষাবর্ষে পাসের হার যথাক্রমে প্রায় ৯৭ ভাগ এবং ৮৪ ভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি'তেও পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে লটারিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করায় শিক্ষায় নবজাগরণের সূচনা হয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাস ও হানাহানিমুক্ত করা এবং সর্বোপরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার দৃঢ় অবস্থান বিবেচনায় শিক্ষাখাতে যুগান্তকারী কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার এসেছে। ২০১১ সালকে বলা যায় শিক্ষা সংস্কার, উন্নয়ন ও নতুন স্বপ্নের দিকে ধাবিত হওয়ার বছর। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বেড়েছে সেবার মান। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখায় এখনো বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকজন বিপদগামী কর্মকর্তা বহাল তবিয়তে আছেন। তারা শিক্ষামন্ত্রীর পরিকল্পনাকে উল্টো রথে ধাবিত করছেন। এতে কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ভেস্তে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে গত বছর মন্ত্রণালয়ের বিভাগের চেয়ে অধিকতর সক্রিয় ছিল অধিদফতর ও শিক্ষাবোর্ডগুলো। প্রশাসনের কার্যক্রমে গতি প্রবাহ সৃষ্টি এবং ডিজিটালাইজকরণে শিক্ষাবোর্ডগুলোতেও দিনবদলের ছোঁয়া লেগেছে। বিশেষ করে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সার্বিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির আধিক্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন : তথ্যপ্রযুক্তি ও সংস্কৃতির প্রসার, মানুষের মাঝে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বিশেষ উদ্যোগে শিক্ষামন্ত্রীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ২০১০ সালেই জাতি পায় বহু আকাঙ্ক্ষিত ও অভিন্ন ধারার এক শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই মাধ্যমিক স্তরের ৪টি বিষয়ের নতুন কারিকুলাম চালু হচ্ছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পুরো কারিকুলামকেই যুগোপযোগী করা হচ্ছে।

বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ : শিক্ষায় ধনী-গরিব বৈষম্য নিরসনের অংশ হিসেবে মহাজোট সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক

আলোকিত : পৃষ্ঠা : ১০ ক :

আলোকিত : শিক্ষা

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যব বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যো নেয়। এতে ২০০৯ সালে প্রা ১৯ কোটি ও ২০১০ সালে ২৩ কোটি ২০ লাখ বিতরণ এবং ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ কোটি ১৪ লাখ পাঠ্যবই বিতরণ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২০১০ সাল থেকে ১ জানুয়ারি পালন করা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। পাঠ্যপুস্তকের জন্য এখন কাউকে অসাধু সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে না। সব ছাত্রছাত্রীই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বই পাচ্ছে। আগামীতে এ প্রক্রিয়া ধরে রাখাই শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

শিক্ষায় নানামুখী সংস্কার : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী উদ্যোগে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন, ৩ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও ৭০টি সরকারি কলেজে একাডেমিক, ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু, ৩০৬টি মডেল স্কুল স্থাপন, বছরের শুরুতেই ক্লাস শুরু, নকলমুক্ত পরিবেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ, তিন মাসের স্থলে ৬০ দিনের কম সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফল প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতির প্রবর্তন, রাজধানীতে নতুন ১৭টি সরকারি স্কুল ও কলেজ নির্মাণের কাজ শুরু, ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, নারী উন্নয়ন প্রতিনিধি সবার সঙ্গে আলোচনা করে যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনীকায়নে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলছে।

গত বছর প্রথমবারের মতো ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০১১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ২ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সরকার উচ্চশিক্ষার প্রসারে ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রমও চলছে।

ডিজিটালাইজেশন : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে সব রকম শিখন শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে।

এ ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্সন ও ২৬টি ইংরেজি ভার্সন এবং প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ১০৬টি পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি আনন্দদায়ক এবং বিমূর্ত ও কঠিন বিষয়গুলো সহজে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গত বছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৪১৪টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১৩ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের প্রায় ২০ হাজার ৫০০টি স্কুল ও মাদ্রাসায় একটি ল্যাপটপ ও একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

টিকিউআই প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই এবং ১টি বিএমটিটিআইয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। একই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি মোবাইল কম্পিউটার ল্যাব এবং একটি সাইন্সল্যাব দেশে পশ্চাৎপ স্কুলগুলোতে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে ধারণ দেয়া হচ্ছে।

তবে ৭ বছর ধরে বন্ধ থাক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রা ৩০ হাজার শিক্ষককে গত বছ টাইম স্কেল দেয়া হলেও অ মন্ত্রণালয়ের স্বেচ্ছাচারিতায় ত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে